৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৮ আষাঢ় – ২৪ আষাঢ়, ১৪২৮ ঃ ৩ জুলাই – ৯ জুলাই, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 36, 3 JULY - 9 JULY, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেবের

বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগে মামলা করার নির্দেশ পুলিশ কমিশনারকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আইনে এমন নির্দেশের নজির আছে কিনা বা এই অভিযোগ আদৌ টিঁকবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে আইনজীবী মহলে।

রবিবার : হারানো নথির ডুপ্লিকেট পেতে এক অভাবনীয়

পদক্ষেপের মাধ্যমে পড়ুয়াদের হয়রানি বন্ধ করল সিবিএসই বোর্ড। এবার থেকে সশরীরে দফতরে না গিয়ে অনলাইন পোর্টালে আবেদন করলেই মিলবে হারানো অ্যাডমিট, মার্কশিট বা অন্য নথি। অন্যরাও কী এবার এইপথে হাঁটবে।

সোমবার : গভীর রাতে জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা

চালাল জঙ্গিরা। অভূতপূর্ব এই হামলায় যুক্ত পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ড্রোনের মাধ্যমে দুবার বিস্ফোরণ ঘটায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। এমনকি ড্রোনটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে জঙ্গিরা। অভিযান চলছে হামলাকারীর খোঁজে।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের

বিরুদ্ধে হাওয়ালা কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ প্রকাশ্যে আনলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নথিপত্র সহযোগে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান রাজ্যপাল।

বুধবার : বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকদের বাঁচাতে কেন্দ্রীয়

সরকারের এক দেশ এক রেশন প্রকল্প প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জুলাই থেকে চালু করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প চালু করতে শুরু হয়েছে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযোগ প্রক্রিয়া।

বৃহস্পতিবার : অস্বচ্ছতার অভিযোগে ফের আটকে গেল উচ্চ

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া। স্বচ্ছতা নেই, এই অভিযোগে প্রকাশিত তালিকার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। গত বছরও একই অভিযোগে বাতিল হয়েছিল তালিকা।

শুক্রবার : পেট্রোলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে রান্নার গ্যাসের দাম। কলকাতার পেট্রোল যেদিন ৯৯ টাকা লিটার সেদিন সাড়ে ২৫ টাকা বেড়ে গ্যাস ছাড়াল সাড়ে আটশ টাকার গণ্ডি।

দুই পেট্রোপণ্যের ধাক্কায় নাজেহাল মানুষের পাশে নেই কোনও সরকারই।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অচেনা আষাঢ় বাংলায়

ধান চাষে কৃষকদের অনীহা

কুনাল মালিক : আষাঢ়–শ্রাবণ মাস পড়লেই বাংলার কৃষি মুখর চিত্র জ্বলজ্বল করত। মাঠে মাঠে বীজতলা বপন–রোপন, লাঙল ও ট্রাক্টর নিয়ে কৃষক–জন মজুরদের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আমন ধানের বীজতলা ফেলা হতো। আর অম্বুবাচীর পর শুরু হতো বীজতলা রোপন। কিছু দিনের মধ্যে সারা মাঠ জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ। কিন্তু বিগত ৫ বছর ধরে আষাঢ়ের এই চেনা ছবি আর চোখে পড়ছে না। বিঘের পর বিঘে জমিতে এখন শুধু হোগলা আর পাতির জঙ্গল। মানুষের আর যেন ধান চাষে মন নেই। কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বজবজ–২ নম্বর ব্লকের হাউড়ী গ্রামের কৃষক নেপাল ভৌমিক জানালেন, দেখুন এখন চাষ না হওয়ার কারণ অনেক, প্রথমত, শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে এখন ১০০ দিনের কাজ করতে ব্যস্ত। সামান্য শ্রম দিয়েই প্রায় দুশ টাকা ইনকাম। দ্বিতীয়ত, সারের মূল্য দ্বিগুণ হয়েছে। সরকারের উচিত প্রকৃত কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্যের সারের দোকান করা। তাছাড়া যাদের জমি আছে তারা রাজ্য সরকারের কৃষক বন্ধু প্রকল্পে বছরে দশ হাজার আর কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি সম্মান নিধি প্রকল্পে বছরে ছয় হাজার টাকা নিতে ব্যস্ত। চাষের হ্যাপা আর কেই বা নিতে চায়।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিনামূল্যের রেশনে পাওয়া চাল গম মানুষ না খেয়ে বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। অথচ যদি প্রকৃত দুঃস্থ মানুষরা এই বিনামূল্যে চাল–গম পেত তাহলে খাদ্যের এত অপচয় হতো না।

জেলা কৃষি দফতরের এক আধিকারিক বলেন, অধিকাংশ মানুষ শুধু কোন খাতে টাকা পাওয়া যায় সেটা জানতেই বেশি উদ্‌গ্রীব। কেউ এসে বলে না– চাষ করব ভাল জাতের বীজধান দিন।

আরও একটা বিষয় জানা যাচ্ছে যাদের জমি নেই অর্থাৎ ভাগ চাষি অন্যের জমি নিয়ে চাষ করে তারা সব দিকেই বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এদের কথাও সরকারের চিন্তা করা উচিত। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডাঃ শান্তনু পাল বলেন, দেখুন ভাগ চাষিরা যদি এক লপ্তে চাষ করতে চান ওরা যোগাযোগ করলে কৃষি উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করা হবে। তিনি বলেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণেও চাষে অনীহা বেড়েছে কারন এখন আষাঢ় মাসের প্রথমেই এত বৃষ্টি হচ্ছে যে, জমিতে বীজতলা তৈরি করা যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, যদি দিন দিন ধান চাষ কমতে থাকে তাহলে একদিন খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। তাই ধান চাষে উৎসাহ দিতে কৃষকদের সচেতন করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

আষাঢ়ের চিরকালের চেনা ছবি (বাঁদিকে) এবার উধাও। চাষের ফসলি জমি ভরেছে আগাছার জঙ্গলে (ডানদিকে)।

পুরভোটেই এবার পরীক্ষা

শুভেন্দুর দক্ষতা প্রমাণের

পার্থসারথি গুহ : শতাংশের হিসেবে কষলে সাফ দেখা যাচ্ছে এ রাজ্যে তৃণমূল ৭৫ % ক্ষমতা করায়ত্ব করে আছে। বাকি ২৫ শতাংশ অতি অবশ্যই বিজেপির একচেটিয়া আধিপত্য। আর তৃতীয় শক্তি বলে উঠে আসা তথাকথিত বাম–কং জোটের সবেধন নীলমণি হয়ে টিমটিম করে জ্বলছে আইএসএফ। বকলমে যাকে আব্বাস সিদ্দিকীর দল বলেই আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গেই বামেরা একসঙ্গে থাকবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। মূলত আব্বাসকে বামেদের অহেতুক প্রশ্রয় দেওয়া নিয়ে কংয়ের অসন্তোষ ছিল। যা অবশ্যম্ভাবী ছিল বলেই মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কী হতে চলেছে আগামী পুরভোটের ভাগ্য। কলকাতা পুরসভা সহ শতাধিক পুরসভাই হয়তো ঠিক করে দেবে তৃণমূলের প্রধান বিরোধী দল কারা। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিজেপি কী গত লোকসভা (৪০ শতাংশ) ও বিধানসভা (৩৮ শতাংশ) ভোটের ট্র্যাক রেকর্ড অক্ষুন্ন রাখতে পারবে। না, ১০ % নেমে আসা কং–বাম (যদি জোট হয়) আবার বিরোধিতার জায়গায় উঠে আসবে? এমনিতে যেটাকে ম্যাজিক বলেই মনে হবে আপাত দৃষ্টিতে। বড়জোর বিজেপির ভোট

৮–১০ শতাংশ কমতে পারে আর তৃতীয় শক্তির ক্ষমতা শতাংশের হারে কিছুটা বাড়তে পারে। তারচেয়ে বেশি এই মুহূর্তে সম্ভব নাও হতে পারে। তারওপর এই ভোট তো আর গ্রামীণ বাংলায় হচ্ছে না। ফলে রাজ্যের একটা বড় অংশের মানুষই এই পরীক্ষা থেকে বাদ যাবে। তাও যদি শতাংশের বিচারে তৃতীয় শক্তি ২০ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে ৩০ শতাংশের গণ্ডিতে আটকে দিতে পারে তবে তা নিশ্চিতভাবে শাসক দলের পক্ষে যথেষ্ট স্বস্তির কারণ হবে। তবে কী হতে পারে আর কী হবে এর মধ্যে মোটেই চায়ের কাপ আর ঠোঁটের মতো ভগ্নাংশের দূরত্ব থাকে না রাজনীতিতে। ফলে যেটা হবে সেটা এই মুহূর্তে আগাম বলা মোটেই সুবিধাজনক কাজ নয়।

এটা ঠিক মুখ্যমন্ত্রীকে ভোটে হারিয়ে জায়ান্ট কিলার আখ্যা পাওয়া শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধে নিজের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন। বিরোধী দলনেতাকে প্রকাশ্য মদত দিচ্ছে বিজেপির দিল্লি নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বাধীন রাজ্য বিজেপি নিশ্চিতভাবে গুরুত্বহীনতার সঙ্কটে ভুগছে। শুভেন্দুর সঙ্গে দিলীপের এই দূরত্বের মাঝেই আবার সাংগঠনিক সচিব অমিতাভ চক্রবর্তী এই তরুণ তুর্কীর কাছাকাছি আসছেন বলে জানা গিয়েছে। এই নতুন সমীকরণ টিপিক্যাল আরএসএস গ্রামারের বাইরে হলেও ব্যাকরণ বহির্ভূত এই খেলা ঘিরেই স্বপ্নে বুক বাঁধছে প্রকৃত বিরোধীরা।

ভ্যাকসিন কেন্দ্রে সিভিসি কোড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক মানুষের মনে প্রশ্ন থাকছে, যে কোথায় কোভিড ভ্যাকসিন নেবো? কোন্ ভ্যাকসিন সেন্টারে কোভিড ভ্যাকসিন নেবো? কোন্ সেন্টারটি অথেনটিক? এই প্রশ্নের সমস্যা সমাধানের জন্য কলকাতা পুরসংস্থা তার উদ্যোগে পরিচালিত যেসব ভ্যাকসিন সেন্টার আছে, সেইসব সেন্টার গুলির জন্য একটি অ্যাপ চালু করেছে। সেই অ্যাপে একটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বর থাকবে। নম্বরটি হল : ৮৩৩৫৯ – ৯৯০০০। এই নম্বরে মেসেজ করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার ওয়ার্ড নম্বরটি চাইবে। তাতে ওয়ার্ড নম্বরটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের স্ক্রিনে দেখাবে আপনার নিকটবর্তী কোভিড ভ্যাকসিনেশন সেন্টারটির ঠিকানা। কলকাতা পুরসংস্থা প্রশাসক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক ৩০ জুন বলেন, দ্বিতীয়ত, আপনি যদি সেই সেন্টারটি অথেনটিক কী না? তা ভেরিফাই করতে চান। তাহলে লাগবে সিভিসি কোড। যেটা প্রতি অথেনটিক ভ্যাকসিনেশন সেন্টার গুলির সম্মুখে বড়ো হোর্ডিং করে ডিসপ্লে করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যোগে সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে কোভিড ভ্যাকসিন সেন্টার। এই সেন্টারের সিভিসি কোড সংখ্যাটা বড়ো বড়ো অক্ষরে ডিসপ্লে করা হয়েছে। সেই সিভিসি কোডটি ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যেই লিখবেন । সঙ্গে সঙ্গে সরকারি নোটিফিকেশন সমেত ওই ভ্যাকসিনেশন সেন্টারটি অথেনটিক কী না? সেটা আপনার মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। কলকাতা পুরসংস্থার প্রত্যেকটি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের জন্য পৃথক পৃথক সিভিসি কোড চালু হয়েছে। এরই সঙ্গে কোভিড টিকার স্লট অ্যাপে বুক করতে হলে এবার থেকে প্রত্যেক নাগরিককে নিজের ওয়ার্ড নম্বর ও মোবাইল নম্বর দিতে হবে। তবেই পুরসংস্থা ভ্যাকসিনের দিনক্ষণ জানাবে। মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম আরও জানান, যে ভ্যাকসিন কেন্দ্রের বাইরে সিভিসি কোড থাকবে না, সেখান থেকে কেউ কোভিড ভ্যাকসিন নেবেন না। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশও একই।

বিলুপ্তির পথে হেরিটেজ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ১৫৯ বছর আগে সুন্দরবনের খুব কাছেই মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত এই বিলাসবহুল বাড়িটিতে দিন কাটিয়েছিলেন এক ব্রিটিশ দম্পতি। ভদ্রমহিলা ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত এক চিত্রশিল্পী। তাঁরই শিল্পকলার জাদু আজও শোভা পায় সুদূর ইংল্যান্ড সহ দেশ বিদেশের জাদুঘরে। সেই সময় প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন থেকে সুন্দরবনের নদীনালা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সহ গ্রাম বাংলার ছবি এঁকে তাঁর এক বিখ্যাত বান্ধবীকে চিঠি পাঠাতেন। আর সেই বান্ধবী হলেন খোদ রাণী ভিক্টোরিয়া। বিখ্যাত সেই চিত্রশিল্পী ভদ্রমহিলার শ্বশুর ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর স্বামী ছিলেন চার্লস ক্যানিং (লর্ড ক্যানিং)।চিত্রশিল্পী ভদ্রমহিলা হলেন শার্লোটের।

তৎকালীন তাঁর সেই সাধের ঐতিহ্যবাহী বিলাসবহুল বাড়ি আজ বিলুপ্তির পথে!পাশাপাশি শেষ হতে চলেছে ব্রিটিশ ইতিহাসের শেষ স্মৃতির অধ্যায়টিও।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় অশান্ত উত্তেজিত ভারতবর্ষকে শান্ত করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ও প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং। বিদ্রোহীদের যেমন কড়া হাতে দমন করেছিলেন তেমনই আবার ভালোবাসাও দিয়েছিলেন।এমন কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর নাম হয় ক্লেমেন্সি ক্যানিং।

উল্লেখ্য, এর বেশ কয়েক বছর আগেই ১৮৫৩ সালে সুন্দরবনের দাপুটে নদী বিদ্যাধরী আর মাতলা নদীর সংযোগস্থলে বন্দর গড়ার কথাও চিন্তাভাবনা করেছিলেন। সেই সময় লর্ড ক্যানিং মাতলা ৫৪ নম্বর লটের ৯০০ একর

জমি কিনেছিলেন মাত্র ১১ হাজার টাকায়। তাঁরই উদ্যোগে সাধের বাড়িটিতে তৈরি হয় পোর্ট অফিস। জরিপের জন্য বিলেত থেকে আনা হয় নামিদামি যন্ত্রপাতি এবং বইপত্র। কোনও কাজ সেভাবে এগোয় নি। ১৮৬১ সালে মারা যান লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রী শার্লোটের(লেডি ক্যানিং)। শোকস্তব্ধ লর্ড ক্যানিং ফিরে যান ইংল্যান্ডে। ১৮৬২ সালে তিনিও পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একটি শহরের পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের এই শহরের নামকরণ হয় ক্যানিং।

শতাব্দী প্রাচীন সেই ঐতিহ্যবাহী বিলাসবহুল বাড়ি থেকে হারিয়ে গিয়েছে লর্ড ক্যানিংয়ের সেই সব অতীত স্মৃতি। মাতলা নদীর তীরে বিশেষ স্থাপত্য পদ্ধতি অবলম্বন করে তৈরি হয়েছিল দোতলা বাড়িটি। বিশাল বাড়িটির সামনে ছিল সিংহদুয়ার,কেয়ারি ফুলের বাগান আর সবুজ ঘাসের লন এবং ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের খিলান যুক্ত। মাতলা নদীতে জোয়ারের সময় জল বাড়লে সেই জল এই বাড়ির নীচে খিলান থেকে বেরিয়ে যেত বিশেষ পদ্ধতির জন্য।বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্যানিংয়ে অন্যান্য বাড়িগুলি ভেঙে পড়লেও আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলের সর্বশেষ স্মৃতি এই বাড়িটি ধসে গেলেও ভেঙে পড়ে নি। দোতলা এই বাড়ির মধ্যে ২২ টি ঘরের প্রতিটি ঘরের মধ্যে ছিল ইতিহাস।প্রথম তল থেকে দ্বিতীয় তলে ওঠার জন্য রয়েছে একটি দামী প্রশস্থ কাঠের সিঁড়ি। বর্তমানে সেই ইতিহাস কে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে।

এরপর তিনের পাতায়

ভুয়ো কার্ড বাতিল করতে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক দেশ এক রেশন কার্ড, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্র সরকার জোর উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের ব্লক স্তরেও এখন আধার কার্ডের সঙ্গে রেশনকার্ডের লিঙ্ক করার জন্য তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলোতে সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়াচ্ছেন মানুষরা। সেই সঙ্গে ভুয়ো রেশন কার্ড ধরতে ব্লক স্তরেও তৎপরতা শুরু হয়েছে। জেলা খাদ্য দফতরের এক আধিকারিক জানালেন আগে কোনও পরিবারের কেউ মারা গেলে ওই মৃত ব্যক্তির কার্ডটি

এম.আর ডিলাররা রেখে দিতেন। অনেকেরই অভিযোগ ওই ডিলার ওই মৃত ব্যক্তির নাম বাদ না দিয়ে তার মাল তুলে নিত। এখন আধার কার্ড–রেশন কার্ড লিঙ্ক করতে গিয়ে অনেকেই দেখেছেন, তার পরিবারের মৃত ব্যক্তির নাম এখনো বাদ যায়নি।

এরপর তিনের পাতায়

নদীপথে বুড়ুল থেকে বাবুঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পশ্চিমপ্রান্তে বয়ে চলেছে হুগলি নদী। ওপারে হাওড়া জেলা। এই হুগলি নদী পথেই কলকাতা থেকে হলদিয়া সহ বঙ্গোপসাগরের জলপথ পেরিয়ে নানা পণ্যবাহী জাহাজ ও যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী জানালেন, সড়ক পথে যান চলাচলের যানজট থেকে মুক্তি পেতে বুড়ুল থেকে নদীপথে গণ পরিবহণের জন্য বিকল্প চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। বুচানবাবু জানান, যেহেতু এখন বুড়ুল–রায়পুর–বজবজ সহ নানা ফেরিঘাটে পাকা জেটি হয়ে গেছে, তাই আমরা ভাবছি বুড়ুল থেকে কলকাতার

বাবুঘাট পর্যন্ত যদি লঞ্চের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা যায়। ইতিমধ্যেই তিনি এক বেসরকারী লঞ্চ পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। রাজ্যের পরিবহন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলের সঙ্গেও প্রাথমিকভাবে বুচানবাবু কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল জানান, বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি লিখিতভাবে বিষয়টি জানালে নিশ্চয়ই তিনি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবেন। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন নস্কর যদি এ ব্যাপারে লিখিতভাবে জানান তাহলে ভালো হয়।

প্রসঙ্গত, পূর্বতন পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্রও একবার বুড়ুলে এক সভায় নদীপথে ওয়াটার ট্যাক্সি চালানোর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। সত্যিই যদি নদীপথে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া জেলার মানুষরা উপকৃত হবেন।

বারাসত হাসপাতালের মুকুটে নতুন পালক

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত হাসপাতালে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি নজির সৃষ্টিকারী সফল শল্য চিকিৎসা হয়েছে। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জটিল স্তন ক্যান্সার ও যকৃতের অস্ত্রোপচার। সম্প্রতি সেই সাফল্যের মুকুটে আরও একটি নতুন পালকের সংযোজন হল। এবারের বিরল এই সাফল্যটি আসে রেকটাম প্রলাপস্–এর সফল অস্ত্রোপচার থেকে। সম্প্রতি বারাসত হাসপাতালের পক্ষ থেকে এই মর্মে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, রাজারহাটের চক পাথুরিয়ার বাসিন্দা তথা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন রোগী সাদিক আনোয়ার থাকত নিউটাউনের 'বোধন' নামক এক আবাসিক হোমে। মানসিক ভারসাম্যহীন সাদিকের বর্তমান বয়স প্রায় একুশ বছর। ভালভাবে কথাও বলতে পারে না সে। প্রায় ছয়–সাত বছর ধরে সে মলদ্বার জনিত অসুখে ভুগছিল। দীর্ঘদিন ধরে তার মলদ্বার বাইরে বেরিয়ে থাকত। মলত্যাগের সময় অসহ্য যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর কষ্ট পেত সে। এমনটা জানালেন বোধন হোমের ইনচার্জ সুব্রত সরকার।

তিনি জানান, কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সব জায়গা থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাকে। সবশেষে এনআরএস থেকে ফেরত পাঠানোর পর বারাসত হাসপাতালে যোগাযোগ করার হলে হাসপাতালের পক্ষ থেকে চেষ্টা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল বলেন, 'এর আগে তো স্তন ক্যান্সার ও লিভারের অস্ত্রোপচারেও আমরা সাফল্য পেয়েছি। তাই এই রোগীকেও একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। এরপর আমাদের হাসপাতালের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. রবীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিম গঠন করে সাদিকের পরীক্ষা ও চিকিৎসা শুরু হয়। অবশেষে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং তাতে সাফল্যও আসে। ডাক্তারি পরিভাষায় এই রোগকে 'রেকটাম প্রলাপস' বলে। অস্ত্রোপচারের পর পুরোপুরি সুস্থ হতে তার দিন দশেক সময় লেগেছে। আজ তাকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে। এরপর আর পাঁচ জনের মত স্বাভাবিক জীবন যাপনে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।' মেডিকেল টিমের প্রধানডা. রবীন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই বিরল সমস্যা সমাধানে আমরা প্রথমে ভয়ই পেয়েছিলাম। কিন্তু সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডলের অভয় ও সাহচর্যে অবশেষে আমরা ভয়কে জয় করি। এবং অস্ত্রোপচারে সাফল্য লাভ করি।' এ প্রসঙ্গে বারাসতের টানা তিনবারের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট চিত্রতারকা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'কোভিড মহামারির মধ্যে আমার হাসপাতাল যে কাজটা করল এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এটা যেমন জটিল তেমনই, একটা ভিন্ন ধরনের কেস। সেই হিসেবে আমার মনে হয়, এটা খুব গর্বের ব্যাপার। আর এর জন্য প্রধানত কৃতিত্বটা আমি সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডলকেই দিতে চাই। কারণ এই গোটা কাজটাতো তার নেতৃত্বেই হয়েছে।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ৩ জুলাই – ৯ জুলাই, ২০২১

এবার 'ভুল' না হয়

করোনার প্রথম ধাক্কায় লন্ডভন্ড হয়ে গেছে সারা বিশ্ব। বাংলায় প্রবাদ আছে 'লোকে দেখে শেখে'। সারা বিশ্বের অবস্থা দেখেও ভারত সেদিন শেখেনি। বিলম্বিত আত্ম শাসনের কারণে বহু বিমান বন্দর হয়ে উঠেছিল ভাইরাসের বাগিচা। যখন বিদেশের রাষ্ট্রগুলিতে একের পর এক মৃত্যুর খবর আসছে তখন প্রাকৃতিক দিক দিয়ে সুরক্ষিত ভারতবর্ষ সচেতন হয়নি। গত বছর মহামারিতে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও সব দিক দিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেল ভারতের প্রশাসন দেখে নয় ঠেকেও শেখেনি। নইলে কুম্ভ মেলা থেকে ভোট মেলা সবেতেই ছিল মহামারিকে উপেক্ষা করার আত্মঘাতী প্রবণতা। দিনের পর দিন রাজনৈতিক জন সমাবেশ ব্রিগেড জনজোয়ারের ফিরিস্তি, রাজনৈতিক ভাবে কারা কতটা লাভবান হয়েছে তা বোঝা না গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশবাসী।

দ্বিতীয় তরঙ্গে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে অক্সিজেনের হাহাকার, পরিকাঠামোর দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে 'ঠেকে এবং দেখে' না শেখার অভিজ্ঞতাকে।

সারা দেশের শত শত চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীর প্রাণহানি ঘটেছে রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে। দ্বিতীয় তরঙ্গে করোনার ভয়াল রূপ পশ্চিমবঙ্গকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ঘরবন্দী মানুষ নিয়ত শুনেছে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ, স্বজন ও পরিচিত জনের চলে যাবার খবর।

বিজ্ঞানের জয়ঢাক যখন সর্বত্র শোনা যায় তখনই হয়তো বা কোনো অপবিজ্ঞানের হাত ধরে কোন এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তৈরি হয়েছিল মানুষ মারার মারণ ভাইরাস। ইতিহাসের পাতায় কালো অক্ষরে হয়তো একদিন ছাপা থাকবে সেই দেশ এবং বিজ্ঞানীদের নাম। হিটলারের গ্যাস চেম্বারে হত্যা কিংবা পারমানবিক বোমায় মানুষ নিশ্চিহ্ন করার যে বর্বরতা বিশ্ববাসী দেখেছে তার থেকেও ভয়ংকর এই জীবাণু যুদ্ধের গোপন অভিযান। সরকারি ভাবে অবশ্যই করোনা ভাইরাসের হরেক রকমের স্টেন বাড়ানোর কমানোর ঠিকা কোন দেশ নিয়েছে জানা না গেলেও বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মানুষই অনুমান করেছে এই করোনা জীবানু যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু কোথায় ছিল।

স্বজন হারানো মানুষের কান্না আর অভিশাপ সেই সব অপ বিজ্ঞানসেবীদের কতটা প্রভাবিত করবে জানার না গেলেও গত ২ টি মহাযুদ্ধের মৃত্যুর পরিসংখ্যানকে পিছনে ফেলে দিয়েছে বর্তমান এই অন্ধকার মহামারির যুগ।

প্রতিটি দেশেই প্রচুর মানুষের মৃত্যু জানান দিয়েছে অদৃশ্য এই ভাইরাসের কাছে মানুষ কতো অসহায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো কয়েকটি দেশ ভ্যাকসিনের যথোপযুক্ত ব্যবহারে এগিয়ে থাকলেও তুলনামূলক ভাবে অন্য দেশগুলি সামনে উঠতে পারেনি। চার পাঁচ রকমের ভ্যাকসিন ইতিমধ্যে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে তরুণ ও নাবালকদের টিকাকরণের প্রস্তুতি চলছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের ভারত তথার বাংলার মান সম্মানে কালিমা লিপ্ত করেছে জাল ভ্যাকসিন কাণ্ড। বিজ্ঞানীদের সর্তকতা বাণী রয়েছে তৃতীয় তরঙ্গের বিষয়ে। বিশেষ করে শিশু ও অল্প বয়সীরা করোনা আক্রান্ত হতে পারে এমন একটি বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়েছে অতিরিক্ত সতর্কতা এই ক্ষেত্রের প্রয়োজন। দ্বিতীয় তরঙ্গের ঢেউ এখনও সম্পূর্ণ স্থিমিত হয়নি। আত্মশাসনে এসেছে শিথিলতা। আশঙ্কা থেকে যায় তৃতীয় তরঙ্গ বিপুল ভাবে জনসংখ্যা না কমিয়ে দেয়। গতবারের রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের একের পর এক নানা 'ভুল' করোনা পরিস্থিতিকে ঘোরালে করে তুলেছিল। এবার যেন সেই 'ভুল' দেশবাসীকে আর দেখতে না হয়।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যাদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রে ধীর ব্যক্তিদের কাছে শ্রবণের পন্থা প্রমাণিত হয়েছে। পরিবর্তনশীল জগৎ সম্বন্ধে অবিচলিত প্রকৃত আচার্যের কাছ থেকে শ্রবণ করতে না পারলে, দিব্যজ্ঞানের যথার্থ পথের সন্ধান লাভ করা যায় না। যিনি ধীর আচার্যের কাছ থেকে শ্রুতি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান শ্রবণ করেছেন, সেই সদ্গুরু কখনই বৈদিক শাস্ত্র–বহির্ভূত মনগড়া কোনও কিছু, উদ্ভাবন করেন না অথবা উপস্থাপিত করেন না। ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পিতৃ উপাসকগণ পিতৃলোক লাভ করেন। সেই রকম, যে–সব ঘোর জড়বাদী এখানে থাকার পরিকল্পনা করে, তারা পুনরায় এই জড় জগৎ প্রাপ্ত হয় এবং সকল কারণের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ছাড়া যাঁরা অন্য কারও উপাসনা করেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা চিদাকাশে তাঁর ধামে তাঁর কাছে উপনীত হন। শ্রীঈশোপনিষদে এই মন্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিভিন্ন ধরনের উপাসনার দ্বারা বিভিন্ন ফল লাভ হয়। আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করি, তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে তাঁর নিত্য ধামে তাঁর কাছে পৌঁছব এবং আমরা যদি সূর্যদেবতা এবং চন্দ্রদেবতার মতো দেবতাদের উপাসনা করি, তা হলে নিঃসন্দেহে তাঁদের নিজস্ব গ্রহলোকগুলিতে আমরা

ফেসবুক বার্তা

রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ উত্তর প্রদেশে নিজের গ্রামে পৌঁছে তাঁর ছোটবেলার স্যারের পা ধরে প্রণাম করছেন,

মা, বাবা ও গুরুর পায়ের ধুলো মাথায় নেওয়া এমন সংস্কৃতি ভারতেই সম্ভব।

সংগঠন চাঙ্গা করতে নবউদ্যমে নামছে ফরওয়ার্ড ব্লক

পূর্ব বর্ধমানে

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: দেশবরেণ্য নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নিজের হাতে তৈরি রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক (এ আই এফ বি) বর্তমানে চরম অস্তিত্ব সংকটে। রাজ্যে তো বটেই; জেলায় জেলায় কোণায় কোণায় এখন ফরওয়ার্ড ব্লকের পতাকা তোলারও কর্মী–সমর্থক মেলে না বললেই চলে। একইরকম পরিস্থিতি রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ৮২ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক শক্তি কার্যত সর্বত্র তলানিতে ঠেকেছে। এমনতর পরিস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমানে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনকে ফের চাঙ্গা করতে দলের জেলা শীর্ষ নেতৃত্ব উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য করোনা বিপর্যয়ের মধ্যেই ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে সর্বস্তরে সাংগঠনিক ধারাবাহিক পর্যালোচনা চলছে। করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পরেই তৃণমূল স্তরে দলীয় সংগঠন ফের সাজানোর কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পাদক ফজলুল হক।

কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালের ২২ জুন অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে নেতাজি দেশব্যাপী যুবসমাজের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও সুসংহত রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নেতাজির তৈরি এই দল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেই পা মিলিয়ে এগিয়ে চলে দেশের কথা মানুষের অধিকারের কথা সর্বত্র তুলে ধরছে। ফরওয়ার্ড ব্লক এখনও রাজ্য বামফ্রন্টের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিক দল। একদা অবিভক্ত বর্ধমান জেলাজুড়েও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালে নানা ইস্যুতে এই জেলায় বামপন্থী সংগঠনগুলি তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। আর এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক। একসময় পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের সংগঠন অত্যন্ত মজবুত ছিল। বিশেষ করে এই জেলার শিল্পাঞ্চলে ফরওয়ার্ড ব্লকের ব্যাপক প্রভাব ছিল। পাশাপাশি জেলার কৃষি অঞ্চলের গলসী, জামালপুর, খণ্ডঘোষ, কালনা, মেমারী, আউশগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় ফরওয়ার্ড ব্লক বেশ শক্তপোক্ত সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তবে, ধীরে ধীরে সেই সংগঠন তলানিতে এসে ঠেকেছে। উল্টোদিকে তরতরিয়ে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলে সিপিএম। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার আড়াই দশকেরও বেশি সময় পরে সিপিএম পথচলা শুরু করেও রাজ্য বামফ্রন্টের বড় তথা শক্তিশালী শরিক দলের জায়গা দখল করে নেয়। কিন্তু, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে ভয়ঙ্করভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পরপরই বামফ্রন্টের বড়ো থেকে ছোট সব শরিক দলই প্রমাদ গুনতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষত সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি শরিক দলগুলিতো রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে শুরু করেছে। নির্বাচনে এই অভূতপূর্ব অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে ফরওয়ার্ড ব্লক সহ বিভিন্ন শরিক দল বামফ্রন্টের নীতিগত ভুল সিদ্ধান্তের দিকে আঙুল তোলায় ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতির আসর বেশ সরগরম। এনিয়ে বামফ্রন্টের বৈঠকে দফায় দফায় পর্যালোচনা হয়েছে এবং আগামীতেও কয়েকদফা বৈঠক হবে। জানা গেছে, এপর্যন্ত প্রতিটি বৈঠকে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে ফরওয়ার্ড ব্লক সহ শরিক দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্বের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল। এমনকি, পর্যালোচনা বৈঠকের পরিবেশ এতটাই প্রতিকূল হয়েছিল যে রাজ্য ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব নাকি অদূর ভবিষ্যতে বামফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ারও হুমকি দিয়েছিল। এমতাবস্থায় পূর্ব বর্ধমান জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নামতে চলেছে। জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব নেতাজির চিন্তাধারাকে তৃণমূল স্তরের মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিতে চায়। পাশাপাশি নেতাজির প্রতি ছাত্র–যুবসমাজ সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের এখনও গভীর যে ভাবাবেগ রয়েছে সেদিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে মানুষের কাছে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার কথাও দলীয় নেতৃত্ব তুলে ধরতে চায়। দলের জেলা সম্পাদক ফজলুল হক বলেন, করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পরেই আমরা জেলাজুড়ে সংগঠন তৈরির কাজ শুরু করে দেব। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা এবারে গলসী বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী (পরাজিত) নন্দলাল পণ্ডিত বলেন, এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যেও আমরা এখনও সমাজের সর্বত্র নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। তবে, এর থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার নতুন করে পথ চলতে হবে। নেতাজির তৈরি রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা আমরা আরও বেশি করে মানুষের কাছে তুলে ধরব।

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ অনুষ্ঠানে পাহাড়ী সান্যাল স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : অসমের করিমগঞ্জের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চ 'উত্তরসূরি' প্রত্যেক মাসের তৃতীয় রবিবার সন্ধ্যায় সম্প্রচারিত করে থাকে 'বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ' শীর্ষক অনুষ্ঠান। সেই মতো গত রবিবার সন্ধ্যায় উত্তরসূরি সম্প্রচারিত করল বাংলা ছবির স্বনামধন্য অভিনেতা পাহাড়ী সান্যালের জীবন ও চলচ্চিত্রকর্ম। এদিন ছিল এই অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্ব। পূর্বের পর্বগুলির মতো এই পর্বেরও উপস্থাপক ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সাক্ষাৎকার নিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। তিরিশের দশক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় জীবন এই আলোচনায় উঠে

এলো নিখুঁতভাবে। আলোচক তাঁর সঙ্গে পাহাড়ী সান্যালের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও তুলে ধরলেন। গান ছিল এই আলোচনার একটি অঙ্গ। ড. ঘোষ গেয়ে শোনালেন পাহাড়ী সান্যাল অভিনীত কিছু ছবির গান। বহু দর্শক শ্রোতার ভালো লাগার মন্তব্যগুলি ভেসে উঠল পর্দায় অনুষ্ঠান চলাকালীন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেছেন ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। ঘরে বসেই অনলাইনে এই অনুষ্ঠান দেখার আনন্দ পেয়েছেন শ্রোতারা। 'উত্তরসূরি'র ইউটিউব চ্যানেলে 'বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ' নিয়ে অনুষ্ঠানগুলি ধরা আছে। সুবিধামত ডাউনলোড করে শ্রোতারা এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠনগুলি শুনতে পারবেন। অনুষ্ঠানের সময়সীমা এক ঘন্টার।

শিশুর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য।ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি

পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘাযতীন কলোনি সংলগ্ন মহানন্দা নদীর কাছে।জানা গিয়েছে, আজ সকালে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই খবর দেওয়া হয় প্রধাননগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সদ্যোজাতের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মিলছে না দ্বিতীয় ডোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ডোজ নেওয়ার তিন মাস পেরিয়ে গেলেও জয়গাঁতে মিলছে না ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ। সোমবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিতে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রবীণ নাগরিকরা। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কয়েকশো প্রবীণ নাগরিক জয়গাঁ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। তবে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন তারা। প্রবীণরা জানান, ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেওয়ার তিন মাস পেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ডোজ নিতে এসে প্রতিদিন ঘুরে যেতে হচ্ছে। টিকা কবে পাওয়া যাবে তা নিয়েও কোনো সদুত্তর দিতে পারছেন না স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন তারা।

জ্বালানি ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী বিপাকে যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় দেড় মাস ধরে গণ পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে ৫০% যাত্রী নিয়ে বাস, গাড়ি এগুলি চলাচল করতে পারবে নবান্ন থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কিন্তু জ্বালানির দাম বর্তমানে ক্রমশই উর্ধমুখী, তাই শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে ভাড়া দ্বিগুণ লাগছে। আগে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে ভাড়া লাগতো ২০০ টাকা, কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে ভাড়া ৪০০ টাকা ধার্য হয়েছে। বিভিন্ন গাড়ির

মালিক জানাচ্ছেন সরকার থেকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ৫০% যাত্রী নিয়ে গাড়ি চলাচল করতে পারবে, সে ক্ষেত্রে বড় গাড়ি গুলিতে পাঁচ জন যাত্রীর বেশি নেওয়া যাচ্ছে না। আগের ভাড়া যদি না হয় তাহলে তেলের দাম উঠবে না। তাই চারশ টাকা করে ভাড়া ধার্য করা হয়েছে সেক্ষেত্রেও ২০০ থেকে ৩০০ টাকার বেশি লাভ হচ্ছে না গাড়ির মালিক রা জানাচ্ছেন। অনেকেই ভেবেছিলেন লকডাউন কিছুটা শিথিল হওয়ার জন্য দার্জিলিং সহ বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে কিছুটা সময় কাটাবেন। কিন্তু অতিরিক্ত ভাড়া বেড়ে যাওয়ার ফলে দার্জিলিং কার্যত পর্যটকশূন্য। শুধুমাত্র যারা লকডাউন এর কারণে শিলিগুড়িতে আটকে পড়েছিলেন, এবং নিত্যযাত্রীরা শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাচ্ছে।

মাদক কারবারিকে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রাউন সুগার সহ ৪ মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করল উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ১২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং নগদ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মধুপুর এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সেইসময় ব্রাউন সুগার সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এই চারজন। ধৃতদের নাম দেবব্রত রায়, অরিজিৎ সরকার, সত্যজিৎ মহন্ত এবং রবি কাহার। ধৃতরা সকলেই রায়গঞ্জের বাসিন্দা।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেশ কয়েকজন মাদক কারবারির তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যশ ভর্মা।

স্বাস্থ্য আধিকারিকের করণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়ি আইএমএ সহ জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল cmoh অফিসে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের এবং তার জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্যশাখার উদ্যোগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের জন্ম তথা মৃত্যু দিবস এবং কবিরাজ ডাঃ জামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের জন্ম দিবসে জলপাইগুড়ি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের করণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হলো। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্যর জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের ডাঃ সুশান্ত কুমার রায়, জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ডাঃ রমেন্দ্র নাথ প্রামাণিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি বিজয়

ধর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি এর স্বাস্থ্য শাখার পক্ষে কুন্তল ভট্টাচার্য, ছন্দরাজ দাস সহ অসংখ্য সদস্যরা। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসপাতালের বহিঃবিভাগে কর্তব্যরত ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের গোলাপ ফুল ও চকলেট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

এরই পাশাপাশি এদিন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ডিএসপি সমীর পাল আইসি কোতোয়ালি অর্ঘ্য সরকার সহ পুলিশকর্মীরা সদর হাসপাতালে সুপার ইনচার্জ, osd সহ cmoh এবং অতিরিক্ত cmoh হাতে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পথে বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেট্রোপণ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মুল্যবৃদ্ধি রোধ, গণ টিকাকরণ সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট। করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম এর জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সিপিআইএম এর জেলা

জানা গিয়েছে, গত ২৪ জুন থেকে আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দাবিতে রাজ্য জুড়ে বামফ্রন্টের তরফে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। আজ শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ সম্পাদক জীবেশ সরকার বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পেট্রোপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। সরকারের এই বিষয়ে নজরদারি নেই। কোভিড পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সর্বজনীন টিকাকরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ। রাজ্যে টিকা নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে।

রোগীদের পাশে দিদিমণির ক্যান্টিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে আটকে মেনুতে থাকে ভাত, ফ্রাইড রাইস, ডিম, মাংস, পনির, সয়াবিন। শিক্ষিকা সুনন্দা সরকার জানান,

পড়েছেন বহু রোগী ও তার পরিবার পরিজন। করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের বিধিনিষেধের জেরে বন্ধ গণপরিবহণ। এই পরিস্থিতিতে দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগীর পরিবার পরিজনদের ভরসা 'দিদিমণির ক্যান্টিন'। বিনামূল্যে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করছেন স্কুল শিক্ষিকা সুনন্দা সরকার। দুপুর ২টো বাজতেই মেডিকাল চত্বরে হাজির হয় দিদিমণির ক্যান্টিন। বিভিন্ন দিন গত ১৪মে থেকে খাবারের ব্যবস্থা করছি। প্রয়াত ঠাকুরমা আশলতা ফাউন্ডেশন এর নামে এই কাজ করছি। যতদিন রাজ্যে বিধিনিষেধ চলবে ততদিন খাবারের ব্যবস্থা করবো। প্রতিদিন প্রায় দুই শতাধিক রোগীর পরিজন, স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালক তার রান্না করা খাবার খাচ্ছেন। তার এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তার স্বামী এবং মিঠু পাল ও অমল পাল।

চিকিৎসার অভাবে জীবন প্রদীপ নিভে যাচ্ছে শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃত্যু শয্যায় একমাত্র স্নেহের ভাই পারভেজ আলি (৭)। পাশে বসে ভাইকে আদর করছে একমাত্র বোন আয়েশা খাতুন (৫)। আবার মায়ের সঙ্গে ভাইকে স্নান করিয়েও দিচ্ছে বোন। তাকে ঘিরে রয়েছে পাড়ার খেলার বন্ধুরা। সকলের মুখে করুনার ছাপ। বন্ধুদের সাথে খেলার ইচ্ছা থাকলেও উঠে দাঁড়ানোর মতো শরীরে বল নেই পারভেজের। তাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তার।

জানা যায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শয্যাসায়ী হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা হতদরিদ্র দিনমজুর সাজ্জাদ আলির একমাত্র সন্তান পারভেজ আলি(৭)। জন্মের তিন বছর পর সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর মতো জীবন কাটছিল পারভেজের। দিল্লিতে মা-বাবার সঙ্গে থাকার সময় জ্বর হলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর শরীর অসাড় হয়ে যায়। এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন সে।

বাবা সাজ্জাদ আলি পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক। বর্তমানে লকডাউনে কাজ হারিয়ে দুবছর ধরে বাড়িতে বসে রয়েছে। মাঝে মধ্যে দিনমজুরের কাজ জুটলেও তা দিয়ে চিকিৎসা করানো তো দূরের করোনার এই পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে সাজ্জাদবাবু। আর এতেই থমকে গিয়েছে ছেলের চিকিৎসা। বর্তমানে ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে না পেরে দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবার।

কথা সাংসারিক খরচ জোটাতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবার। তাই ছেলের চিকিৎসার জন্য অর্থ জোগাড় করতে দিশেহারা পরিবার। অর্থাভাবে থমকে গিয়েছে ছেলের চিকিৎসা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন করেছে বাবা। কিন্তু এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও জীবনের সর্বস্ব দিয়ে ছেলের চিকিৎসা করিয়ে আসছে পারভেজ আলির বাবা সাজ্জাদ আলি। তবে বিশ্বজুড়ে

পারভেজ আলির বাবা সাজ্জাদ আলি জানান, তার এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং স্বামী-স্ত্রী সহ মোট চারজনের অভাবের পরিবার। পারভেজ বয়সে বড়ো। সপরিবারে দিল্লিতে থাকার সময় ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে ধীরে ধীরে হাত-পা ও কোমর অসাড় হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে বাকশক্তি ও শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। দিল্লিতে চিকিৎসা করালেও ছেলেকে সুস্থ করতে পারেনি। ছেলের চিকিৎসায় সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে বসে অসহায়ভাবে দিন কাটছে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকলেও কোথায় নিয়ে গেলে মিলবে বিনামূল্যে চিকিৎসা তা তারা কিছুই জানে না। ধার দেনা করে এলাকার বেসরকারি নার্সিং হোমে ছেলের চিকিৎসা করালেও এখন টাকার অভাবে থমকে রয়েছে চিকিৎসা। ছেলের প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট হলেও মিলছে না ভাতা।

অপর দিকে পারভেজ আলির মা পারভিন বিবি জানান ছেলে হাঁটাচলা করতেই পারে না। সবসময় বিছানায় শুয়ে থাকে। হাত-পা ও কোমর নিথর হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন হাত-পা সরু হয়ে যাচ্ছে। যতই দিন গড়াচ্ছে ততই এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলে মাঝেমধ্যে চমকে উঠছে। ডাক্তারবাবুরা দ্রুত চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। খরচ হবে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। কোথায় পাবো এতো টাকা ? চিন্তায় উড়েছে ঘুম। এখন সরকারি সাহায্যের আশায় কাটছে দিন।

হুল দিবস উদযাপন নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে বুধবার থেকে দুদিনের হুল উৎসব শুরু রাজ্যে। মূল অনুষ্ঠানটি হয় ঝাড়গ্রামে। দুদিনের এই অনুষ্ঠানটি চলবে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ,পুরুলিয়া, হুগলি, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। এছাড়া বাকি সব জেলাতে বুধবার এক দিনে পালিত হলো হুল উৎসব। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার মূল অনুষ্ঠানটি হয় জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের

সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,আদিবাসী অনগ্রসর উন্নয়ন দপ্তরের জেলা আধিকারিক অরুনাভ পাল, বারুইপুর মহকুমার ডিএমডিসি সলোপ ব্যানার্জী, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজ মল্লিক, কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত খাঁন, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার, বারুইপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র রায় সহ আরো অনেকে। জেলার আদিবাসী শিল্পীদের ধামসা মাদলের সাথে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয়। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস হুল দিবস কেন পালন করা হয় তাঁর ব্যাখা তুলে ধরেন। ১৮৫৫ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হন সিধু কানু। আর তাদের সেই লড়াইকে সামনে রেখে এই হুল দিবস পালন করা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসার পর থেকে আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে ও তাদের গুরুত্ব দিতে এই হুল উৎসব পালন করে আসছেন। আদিবাসী দপ্তরের যোগ্য সম্মান দিতে আদিবাসী দপ্তর করা হয়েছে। তাদের সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য তিনি সবরকমের কাজ করে চলেছেন। এদিন আদিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে দিনটি পালন করল।

সোনার জন্য খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলতে গিয়ে সোমবার বিকাল থেকে নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার সকাল এগারোটার পর মহুরাপুর শাপলা পুকুরে ভেসে উঠে পাঁচবছরের শালমা খাতুনের মৃতদেহ। সোনার কানের দুলের জন্য খুন করা হয়েছে অনুমান পরিবারের। বাবা পেশায় ভ্যানচালক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুরারই থানার পুলিশ।

ত্রাণ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের দুর্গত এলাকায় ত্রাণ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বিদ্যানগর প্রয়াস। পাথরপ্রতিমা ব্লকে বনশ্যাম নগর অঞ্চলের একটি গ্রাম গঙ্গাপুর। ইয়াস ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত ও বিপর্যস্ত। এখানে মোট ৩০০ পরিবারের তুলে দেওয়া হল ছাতু, বিস্কুট, সুজি, চিনি, দুধ , সাবান, ওআরএস, হ্যালোজেন ট্যাবলেট, জ্বর ও পেট খারাপের ওষুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, ব্লিচিং পাউডার, মোমবাতি ইত্যাদি সামগ্রী। ত্রাণ বিতরণের সময় নাটক আকারে তুলে ধরে। দীর্ঘদিন করোনার ফলে ইস্কুল বন্ধ থাকায় তারা ঘরবন্দি । তার সঙ্গে ইয়াস ও জলোচ্ছ্বাসে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তাদের মানসিক চিন্তামুক্ত থাকা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে এই নাট্য কর্মশালা গ্রামবাসীদের মনে খুব সুন্দর প্রভাব ফেলে। ইয়াসের ফলে তাদের জীবনে যে করুণ অবস্থা সৃষ্টি হয় তা অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। নাটকে পোশাকের অঙ্গ হিসাবে নাট্য শিল্পীদের একটি করে গামছা দেওয়া হয়েছিল। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন, নাট্যশিল্পী অনিরুদ্ধ সাপুই। অভিভাবকদের মধ্যে

উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান কুলদীপ বর্মন। বিদ্যানগর প্রয়াস- এর এই উদ্যোগে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে গ্রন্থাগার সুহৃদ, জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি আয়োজন করা হয় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশু-কিশোরদের নিয়ে নাটকের কর্মশালা। এতে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় ২৫ জন শিশু ও কিশোর কিশোরী। এই কর্মশালার মাধ্যমে দু'ঘন্টার মধ্যে আম্ফান ও ইয়াসে কী ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেই বিষয়টি তারা প্রদীপ কুমার সাহু, অলকা জানা ও বনানী পরামানিকের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। এই কর্মশালা পরবর্তী কালে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গঙ্গাপুর জাগ্রত সংঘের সম্পাদক মহসিন আলী শাহ্ ও সদস্যদের ব্যবস্থাপনায় একই সঙ্গে ত্রাণ ও সংস্কৃতির সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে। প্রয়াস-এর সম্পাদক সন্তু খাঁ, বিশাল দাস এবং গ্রন্থাগার সুহৃদের অরূপ কুমার দাস, মধুসূদন চৌধুরী, নিশিকান্ত সামন্ত, গার্গী পাড়ুই প্রমুখের উপস্থিতিতে সমগ্র কর্মসূচি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়।

প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে মাড়গ্রাম যাওয়ার রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড কার্তুজ, ধারালো অস্ত্র সহ চঞ্চল হোসেন ও উজ্জ্বল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে চোদ্দো দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রবিবার দুপুরে কুতুবপুরে চিলেকোঠা থেকে তিরিশটি তাজা বোমা উদ্ধারে বুরবুহান শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৬ জুন বিষয়পুর শ্মশান থেকে একটি রাইফেল, একটি পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ, ধারালো কাঁচি সহ লালন শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বারাবন জঙ্গল থেকে একটি নাইন এমএম, একটি সেভেন এমএম,

আঠারো কার্তুজ সহ শেখ রিন্টু, শেখ আজিজুর, শেখ সামসেরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নস্করপুরে চালু ১০০ দিনের কাজ

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চলের উদ্যোগে গত বুধবার ফটিকগাছি বাস স্টপেজ থেকে ফিঙ্গাগাছি প্রথম পুল (মহিলা সমিতি ভবন) পর্যন্ত রাস্তার দুধারে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে সাফাই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে এক'শো দিনের কাজের এই কর্মীদের সুরক্ষাবিধি ব্যবস্থার দিকেও সমান নজর রাখা হয়। এই সমস্ত কাজ গুলি এক'শো

দিনের কর্মী দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। করোনা মহামারির জেরে লকডাউন আর লকডাউনের প্রভাবে মানুষ হারাচ্ছে কাজ। অর্থের অভাবে মানুষ তাই দিশেহারা। মধ্যবিত্তের হেঁসেলে এমনিতেই নুন আনতে পানতা ফুরায়। তার উপর করোনা'র থাবা মধ্যবিত্ত'কে বিঁধছে জোড়া ফলায়। তাই এক'শো দিনের কাজ পেয়ে কিছু'টা হলেও মানুষ আসার আলো দেখছে। এক'শো দিনের কাজে এদিন মহিলা ও পুরুষ সকলের উপস্থিত ছিলো চোখে পড়ার মত। জগৎবল্লভপুর ব্লকের মধ্যে অনন্য অঞ্চলের মতো নস্করপুর অঞ্চলের এই উদ্যোগকে সকলেই স্বাগত জানায়।

মাদক ব্যবসা বন্ধ করতে তৎপর বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাদক ব্যবসা বন্ধ করতে তৎপর হলেন স্বয়ং বিধায়ক পরেশরাম দাস। তিনি ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০২১ এ বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের আগে তিনি বিভিন্ন জনসভায় প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন নির্বাচনে জিতে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র কে মডেল বিধানসভা হিসাবে রাজ্যের অন্যতম বিধানসভা কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরবেন জন সমকক্ষে। জনসাধারণ কে দেওয়া কথা রাখলেন বিধায়ক পরেশরাম। বুধবার সকালে ক্যানিংয়ের তালদি এলাকায় নিজেই মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। পাশাপাশি বেআইনি মাদক ব্যবসা বন্ধ করারও নির্দেশ

দেন। আগামী দিনে যদি আবারও এই মাদক ব্যবসা হয় তাহলে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে পিছুপা হবেন না বিধায়ক। এমনটাই হুঁশিয়ারী দেন মাদক ব্যবসায়ীদের। আচমকা মাদক ব্যবসা বন্ধ করতে বিধায়কের তৎপরতা দেখে খুশি এলাকার মানুষজন। তবে সবথেকে বেশি খুশি এলাকার গৃহবধূরা। গৃহবধূ অনিমা,সাগরিকা,মিতা,ফাল্গুনীদের দাবি, প্রতিনিয়ত স্বামীরা নেশা করে বাড়িতে অত্যাচার করে। পরিবেশে অশান্তির সৃষ্টি করে বিষাক্ত করে তোলে।এছাড়াও অনেক দরিদ্র পরিবার রয়েছে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সেই সমস্ত বাড়ির পুরুষরা পরিবারের কথা চিন্তা না করে প্রায় ২৪ ঘন্টাই নেশাতে বুঁদ হয়ে পরিবার পরিজনদের উপর অত্যাচার করে। বিধায়কের উদ্যোগে মাদক ব্যবসা বন্ধ হলে একদিকে যেমন শান্তির পরিবেশ তৈরি হবে,তেমনি ভবিষ্যত প্রজন্মও নেশা মুক্ত হবে।পাশাপাশি অসামাজিক ক্রিয়াকলাপও কমবে। মাদক ব্যবসা বন্ধ করার অভিযান প্রসঙ্গে বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন নেশা মানেই ধ্বংস। সে যে কোনও ধরনের নেশা হোক না কেন। আগামী প্রজন্ম যাতে নেশা মুক্ত সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেই কারণে আমার এই অভিযান।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারাপীঠ থেকে বোকারো ফেরার পথে সোমবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ সুরিচুয়া মোড়ে চারচাকা গাড়ি গাছে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে মারা যায় অখিল সিং (২৮)। রামপুরহাট হাসপাতালে মারা যায় বিকাশ গুপ্তা (৩০)। আশঙ্কাজনক চারজন রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ২৫ জুন লম্বোদরপুর জাতীয় সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় মারা যায় রাজু মাল। মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের আত্মীয়রা। ২০ জুন সকালে বাঘেরশোল জাতীয় সড়কে সিউড়ি ছাপতলা থেকে দুর্গাপুরগামী অটোর সঙ্গে পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মারা যায় নুরেন্নাসা বিবি। হাসপাতালে মারা যায় অন্ত:সত্তা নাসিবা বিবি । জখম চারজন সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১৬ জুন সকালে শাল নদী জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মারা যায় তাপসী ঘোষ।

গত ২৬ জুন উত্তর চব্বিশ পরগনার বেলে শংকরপুরে দীপ প্রকাশন সংস্থার উদ্যোগে ১২০ জন গ্রামবাসীর হাতে রান্না করা খাবার ও লেখাপড়ার সরঞ্জাম তুলে দেন ইন্দ্রিলা মণ্ডল।

শিক্ষক মানুষের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুপ্রিয় রায় পেশায় শিক্ষক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বুড়ুল হাই স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ইন্টারন্যাশনাল লায়ন্স ক্লাব অব বাখরাহাটের পূর্বতন প্রেসিডেন্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘের সহ সম্পাদক রেড ক্রসের আজীবন সদস্য। তাঁর স্ত্রী উমা রায়ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁদের একমাত্র পুত্র দীপন রায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার। গত বছর এলাকার মানুষের পাশে থেকেছেন। গত বছর ২০২০ সালে লায়ন্স ক্লাব ও শিক্ষক সংগঠনের পক্ষে বুড়ুল গার্লস হাই স্কুলের কৃতি ছাত্রীকে পুরস্কৃত করেন। ২০২০এর জুন মাসে বাখরাহাট, বাওয়ালী, নোদাখালী, ডোঙাড়িয়াতে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ান লায়ন্স ক্লাব ও বাখরাহাটের পক্ষে। আমফানে এবিটিএর পক্ষ থেকে প্রায় ৪০০ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান বাখরাহাট স্কুলের সামনে। করোনা আক্রান্ত পরিবারের পাশে

করোনার অতিমারির সময় থেকে শুরু করে আমফান ঘূর্ণিঝড় এবং করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ও যশের সময় দুঃস্থ অসহায় মানুষদের পাশে এই সুপ্রিয় রায়ের পরিবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা কার্য করে চলেছেন। 'মানুষ মানুষের জন্যে'- এই স্লোগানকে পাথেয় করে দিন যাপন করছে রায় পরিবার। গত বছর মার্চ মাস থেকে করোনা কালের সময় ব্যক্তিগতভাবে সুপ্রিয় রায় ডোঙাড়িয়া দাস পাড়ায় প্রায় ৬০টি পরিবার বুড়ুল হাইস্কুল সংলগ্ন ঘোড়ুই পাড়ায় ৫৫টি পরিবার বুড়ুল হাইস্কুলের সামনে সমস্ত ভ্যান চালক, রায়পুরে সমস্ত ভ্যানচালক, ডোঙাড়িয়া মোড়ের সমস্ত ভ্যানচালক অর্থাৎ নিজ থেকেছেন। করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে বাড়িতে বাজার খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। করোনা রোগীকে ভর্তি করা এমনকি সহকর্মী প্রধান শিক্ষক মৃত সন্দীপ মণ্ডলকে নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে সৎকারের ব্যবস্থা করে নজির গড়েছেন। ইয়াসের দুর্যোগের পর সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলে তিনদিন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত থেকেছেন। তাঁর স্ত্রী উমা রায়ও ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের পুত্র দীপন রায়ও একজন কোভিড যোদ্ধা। এই পরিবার এভাবেই যেন মানুষের পাশে থাকে সদা সর্বদা। ধন্যবাদ জানাই রায় পরিবারকে।

জালে জড়িয়ে মৃত্যু ডলফিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়লো এক বিরল প্রজাতির ডলফিন। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের পিয়ালী নদীতে। কুলতলী থানার অর্ন্তগত কুন্দখালি-গোদাবর এলাকার বাসিন্দা মৎস্যজীবী পাঁচু সরদার। মঙ্গলবার গভীর রাতে পিয়ালী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। জাল পেতেছিলেন। বুধবার সকালে সেই জাল তোলার সময় দেখতে পায় জালের মধ্যে একটি বিরল প্রজাতির

ডলফিন আটকে রয়েছে। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় পিয়ালির ফরেস্ট অফিস ও কুলতলি থানায় খবর দেন । ঘটনাস্থলে আসেন কুলতলি থানার আধিকারিক ও ফরেস্ট অফিসার। নদী থেকে ডলফিন উদ্ধার করার পর তা মারা যায় বলে দাবি ওই মৎস্যজীবীর। ডলফিনের মুখে ইলিশ ধরার জাল জড়িয়ে ছিল । উল্লেখ্য ইয়াস নামক ঘূর্ণিঝড়ে জলস্ফীতিতে স্থানীয় পিয়ালী নদীতে চলে আসে দৈত্যাকৃতির ওই বিরল প্রজাতির ডলফিন। মৎস্যজীবীদের জালে তা আটকে যায়। প্রশাসন আধিকারিকরা প্রাথমিক ভাবে দাবি করেছেন ডলফিনের মুখে ইলিশের জাল জড়িয়ে থাকায় দীর্ঘ দিন ধরে না খেতে পেয়ে অনাহারে মারা গিয়েছে।

বিলুপ্তির পথে

প্রথম পাতার পর

১৯৬২ সালে ক্যানিংয়ের জয়দেব ঘোষ দম্পতি মুম্বইয়ের জে এম দাতিয়াল-আরসি কুপার কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নেন। ঘোষ দম্পতির ছেলে বরুণ ঘোষ বিশাল এই বাড়িটি তেমন ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হতে পারেননি। জানা যায় এক সময় এই বিলাসবহুল বাড়িটি হোটেল তৈরি করার জন্য কিনতে চেয়ে জয়দেব ঘোষ কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন চিত্রাভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আবার সাহারা ইন্ডিয়া গোষ্ঠীও বাড়িটি কিনতে চেয়েছিল।কিন্তু জয়দেব বাবু বিক্রি করেননি।বিশাল বাড়িতে বসবাস করতেন জয়দেব ঘোষ ও তার স্ত্রী শিখা ঘোষ। ১৫ টি ঘরের মধ্যে দূর্মূল্য বই,বেলজিয়াম কাঁচের নকশা করা আয়না,মেহগণি কাঠের তৈরি টেবিল,ইংল্যান্ডের লরেন্স অ্যান্ড মেয়ো কোম্পানির টেলিস্কোপ সহ অন্যান্য দামি আসবাব পত্র ১৫ টি ঘরের মধ্যে রেখে তালা মেরে দিয়েছিলেন। পরবর্তী গত প্রায় চার পাঁচ বছর আগে ঘোষ দম্পতি মারা যাওয়ায় বাড়িটি অভিভাবক হীন হয়ে পড়ে।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ২০০১ এর আইন অনুযায়ী হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করলেও ২০১৮ সালে এই ঐতিহ্যবাহী ভবনটিকে ঐতিহ্যশালী ভবনের স্বীকৃতি দেয়। যদিও প্রায় চার বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ভবনটি এখনও পর্যন্ত কোনও সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। সুন্দরবনে বেড়াতে আসা দেশবিদেশের পর্যটকরা আজও ঐতিহাসিক এই ভগ্ন বাড়িটি দর্শন করে সুন্দরবন ঘুরে যান।

২৭ জুন উত্তর বরাহনগর দেবীগড় মাঠ এবং বরাহনগরের কালাকার পাড়া কমিউনিটি হলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সেখ মহমুদ আলি। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্টজনকে সম্বর্ধনা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তাপস রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বহু মানুষ রক্তদান করেন এছাড়াও ওই দিন এই মহামারি আবহে দুর্গতদের হাতে প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

ভুয়ো কার্ড

প্রথম পাতার পর

ওই আধিকারিক জানান, ব্লকে এসে ৭ নম্বর ফর্ম ফিলাপ করে মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেটের জেরক্স দিয়ে ফুড ইনস্পেকটরকে আবেদন করুন, তাহলেই তাঁর নাম বাদ পড়বে। ওই আধিকারিক আরও জানালেন, মানুষের বাড়ি বাড়ি ওয়েবেল সংস্থার প্রতিনিধিরা যাবেন তারাই লিঙ্ক করে দেবেন। আগস্ট মাসে দুয়ারে সরকার প্রকল্পেও লিঙ্ক করা যাবে। বজবজ-২ নম্বর ব্লক এম আর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস নস্কর বলেন, এই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা থাকবে। অবশ্যই রেশন কার্ড ও আধার কার্ড লিঙ্ক করুন। কারণ আগামী দিনে আঙুলের ছাপ দিয়ে মাল তুলতে হবে।

খুদে ফুটবলার গড়ার স্বপ্ন দেখছেন শম্ভু

মলয় সুর : বাঙালি ফুটবল অন্ত প্রাণ একথা বলাইবাহুল্য। গ্রাম বাংলার ফুটবলের গন্ধ যেন আবার পাওয়া গেল। এখান থেকেই তো উঠে আসবে আগামীর তারকা ফুটবলার। আমাদের দেশে প্রতিভার কোনও অভাব নেই এবং সেইজন্যই হুগলি জেলার বহু ফুটবল খেলোয়াড় একসময় কলকাতা মাঠে দাপিয়ে ফুটবল খেলেছে। মাঝে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ইদানিং এক পাগল ফুটবল প্রেমী ফুটবলের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় খুদে ছেলেদের নিয়ে ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র মঞ্চের কাছে রথতলা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে বাঁশি মুখে যুবকটি তাদের ফুটবল কোচিং করান। বছর তেতাল্লিশের অনাথ যুবকটির নাম শম্ভু সামন্ত। ছোটদের মধ্যে খুঁজে বেড়ান নিজের হারিয়ে যাওয়া শৈশব-কৈশোর। শৈশবে বাবা কার্তিক সামন্ত ও মা শঙ্করী সামন্তকে হারিয়ে পড়াশোনা বা খেলা কোনও কিছুই পূরণ হয়নি। এখানে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই শিবিরে অধিকাংশ দুঃস্থ ৪০ জন নার্সারি ছেলেকে পঁচিশ বছর ধরে ফুটবল প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন। নিজের পকেট থেকে তিনি ছেলেদের খেলার সরঞ্জাম কিনে দেন। এছাড়া প্র্যাকটিসের শেষে ছোলা-বাদাম টিফিনের ব্যবস্থা থাকে। শম্ভু চার বছর বয়সে বাবা-মা তাকে রাস্তার পাশে বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলেন। এক চা ওয়ালা দু'বেলা খেতে দিতেন। রাতে কোনও

মন্দিরের চাতালে আবার কারও বাড়ির বারান্দায় কাটত। একটু বড় হয়ে সামান্য কিছু পারিশ্রমিকে নর্দমা,বাগান পরিষ্কার করেছেন। আর দুপুর হলেই ফুটবলের প্রতি ঝোঁক থাকায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে যেতেন। অবশ্য মাঝে মাঝে ফুটবল পিটিয়েছেন। এইভাবে ফুটবলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। একসময় ইচ্ছা হয় ছোটদের ফুটবল শেখাবেন সেই শুরু ফুটবলের পাঠ। প্রতিদিন দুপুর ৩টে থেকে ৫টা পর্যন্ত কয়লা ডিপো রথতলা মাঠে চলে প্রশিক্ষণ শিবির। একসময় শম্ভু রিকশা চালাতেন। টোটোর দাপটে রিকশার আয় কমেছে। রিকশা ছেড়ে শম্ভু এখন ভাড়ায় টোটো চালান। লকডাউনে টোটোতে ভাড়া কম হচ্ছে। প্রতিভাবান দুঃস্থ ছেলেদের নিয়ে শম্ভুর ঘর সংসার ও স্বপ্ন। এই নার্সারি পর্যায়ের খুদে খেলোয়াড়দের মধ্যে সুনামের সঙ্গে খেলছেন শুভম রাম, দেবজিৎ পাসোয়ান, রোহন রায়, রাজদীপ মালা, অর্জুন পোদ্দার, গোপাল হালদার, আয়ুষ্মান সিং, রাহুল সাউ, বিনয় মালা। এই ছেলেরা পাস, ড্রিবিল, ভজের আধিপত্য দখল নিয়েছে। প্রতিদিন মাঠের পাশে সত্য তেওয়ারির দোকান থেকে শম্ভু চা খেয়ে আনমোনা পথে হাঁটা দেয়। প্রত্যেকের অভাবের সংসারে তাদের 'স্যার' না থাকলে ফুটবল খেলাই হতো না। এই উদ্যোগ থেকে যদি কলকাতা গড়ের মাঠে কিছু প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটে তাহলে শম্ভু সার্থকতা লাভ করবে।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্ররা ত্রাণ নিয়ে মৌসুনি দ্বীপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দি নেওটিয়া ইউনিভার্সিটির মেরিন ডিপার্টমেন্টের এক ঝাঁক প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় আয়োজন করেছিলেন ত্রাণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের।

ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াবার ব্রত নিয়ে এঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপের বাঘডাঙা অঞ্চলে। এই কর্মযজ্ঞের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ছাত্র দেবজিত দেবনাথ, রূপান্তর সেন, কৃতী আজাদ, রণজিত সেন। একুশ রকম আইটেমের এক-একটি ঢাউস ব্যাগের শুধু ত্রাণই নয়, এঁদের সঙ্গে ছিল বেশ কিছু চিকিৎসক এবং পর্যাপ্ত ওষুধপত্র। খোলা হয়েছিল ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। ক্ষতিগ্রস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও মশারি এবং টর্চও। মেয়েদের জন্য দেওয়া হয়েছিল স্যানিটারি প্যাড।

প্রায় আড়াইশোটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় চাল, ডাল, তেল, সুজি, সোয়াবিন, মুড়ি, মশলাপাতি, বিস্কুট, সাবানের মতো অন্যতম উদ্যোক্তা রূপান্তর সেন জানালেন, যত দিন না সব কিছু স্বাভাবিক হচ্ছে, তত দিন আমাদের এই কর্মযজ্ঞ চালু থাকবে।

মূর্তিতে এবার পুর অনুমতি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুর এলাকার কোথাও এবার থেকে মনীষীদের কোনও মূর্তি বসাতে গেলে কলকাতা পুরসংস্থার অনুমতি বাধ্যতামূলক। পুরসংস্থার বিভাগীয় মহাধ্যক্ষের বিজ্ঞপ্তি ও সরকারি অনুমতি পত্র ছাড়া কোনও ফুটপাত বা সরকারি জমিতে মূর্তি বা স্মারক বসানো যাবে না। কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ এবার কলকাতায় মূর্তি বসানোয় নয়া নীতি চালু করতে চলেছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিভিন্ন ক্লাব কলকাতার বিভিন্ন স্থলে মনীষীদের মূর্তি বসাচ্ছে। এবার কী মূর্তি বসাতে গেলে কলকাতা পুরসংস্থার অনুমতি নিতে হবে? এ বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা নিয়ে আমরা এখনও কিছু ভাবিনি। তবে আমাদের একটা আলোচনা চলছে। দেখা যাক এটা নিয়ে কী হয়॥ কারণ কলকাতা মহানগরের ফুটপাথগুলি যেভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথে যেভাবে মূর্তি বসিয়ে একটা উদ্বোধন হচ্ছে। সঙ্গে ফলকও থাকছে। তারপর মনীষীদেরও অবমাননা করা হচ্ছে। আমি বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, নেতাজীর মূর্তি বসালাম, তারপর সেই মূর্তিটা ধুলো, পানের পিক, কাক-পাখির বিষ্ঠায় নোংরা হচ্ছে। তারপর সামান্য একটু রঙটুকুও হচ্ছে না। তার জন্মদিনেও রঙ হয় না। মনীষীদের প্রতি তীব্র অবমাননা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি পুরসংস্থার বিশেষজ্ঞদের বলেছি। এ বিষয়ে

কিছু একটা ভাবতে। কী করা যায়। তাহলে মূর্তি পুরসংস্থা বসাবে। তার মেইনটেনেন্সও পুরসংস্থাকে করতে হবে। তার কারণ এই মহাপুরুষদের মূর্তি আমরা যেমন ভগবানের মূর্তি নিয়ে খেলতে পারিনা। এটাও তাই। সেটা নিয়ে আমি খেলা করতে পারি না। তেমনই মহাপুরুষদের বা মনীষীদের মূর্তি নিয়ে আমি খেলা করতে পারি না। এখন এ বিষয়ে একটা খেলা হয়ে গেছে। যার ইচ্ছে হচ্ছে মূর্তি বসিয়ে দিচ্ছে। নামফলকটা কিছু না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অবমাননা হলে, আমার জাতিটার অবমাননা হচ্ছে। আমরা যারা বাঙালি, বাংলার মানুষ আমাদের অবমাননা হচ্ছে। সেটার বিষয়ে পুরসংস্থাকে দেখতে হবে। পরে মুখ্য প্রশাসক জানান, ফুটপাথগুলি দখল করে মনীষীদের মূর্তি যত্রতত্র বসানো হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। তাই মনীষীদের সম্মাননা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরোপুরি নিয়ে আসবে প্রস্তাব দিয়েছি। শহরে মূর্তি বসানোয় রাশ টানার পরে এবার পুরসংস্থার প্রশাসকমণ্ডলীর বৈঠকে শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে কতকগুলি অব্যবহৃত টয়লেট আছে তার রিপোর্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন সেগুলি অব্যবহৃত এবং কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাও ওই রিপোর্টে দিতে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে।

অতিরিক্ত বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেসরকারি হাসপাতালে অতিরিক্ত বিল হয়েছে। অভিযোগ জানাতে চান। তাহলে অভিযোগ জানান এই ঠিকানায় – ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন, স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৩২ বি বা দি বাগ, ইস্ট, লালদিঘি, লালবাজার, কলকাতা – ৭০০ ০০১, ফোন – ০৩৩ – ২২৬২ – ৮৪৪৭ / ৯৪৩৪২– ১৯৪৯৯ কীভাবে অভিযোগ জানাবেন? দুইভাবে জানানো যায়। প্রথমত, অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (http//wbcerc.gov.in) অভিযোগ জানানো যায়। দ্বিতীয়ত, দফতরে এসে অফলাইনে অভিযোগ জানানো যাবে। তবে সঙ্গে করে অবশ্যই একটা অভিযোগপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র আনা আবশ্যিক। কেবলমাত্র রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালের গাফিলতি নয়, নার্সিংহোম, ল্যাবরেটরি সেন্টারের বিরুদ্ধেও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও এখানে জানানো যায়। ইমেল : wbceo@wb.gov.in – এ পাঠাতে পারেন।

ফি–পার্কিং লট চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা পুর এলাকায় ফি-পার্কিং লট ফের চালু হল। কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশন এবং লকডাউনের কারণে সরকারি বিধিনিষেধ থাকায় কলকাতা পুর এলাকায় পুরসংস্থার উদ্যোগে যে ফি দিয়ে কার পার্কিং – এর ব্যবস্থা হয়, তা এতদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি বাস ও সরকারি-বেসরকারি অফিস খুলে যাওয়ায় ১ জুলাই থেকে পুর উদ্যোগে ফি-কার পার্কিং রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত চালু করে দিল। সকাল ৯ টা থেকে বিভিন্ন অফিস – আদালত যা শুরু হয়, সেই সময় থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে। রাত্রি ৯ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত নাইট-কারফিউ চালু থাকায় ফি-পার্কিং আপাতত বন্ধ থাকবে। পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের পুর পার্কিং দফতরের সদস্য দেবাশিস কুমার ৩০ জুন বলেন, ফি-পার্কিং চার্জের সমস্ত আগের মতই থাকবে। কোথাও কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় এই মুহূর্তে মোট ফি-পার্কিং লট আছে ৫৫০ টি।

ডাক্তারদের ঔষধি গাছ উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ জুলাই ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবসে অনুষ্ঠিত ডাক্তার দিবস উপলক্ষে চেতলার হিন্দ সংঘ এবং নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি যৌথভাবে এলাকার ডাক্তারদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। বর্তমান কোভিড কালে ডাক্তারদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে স্মারক তুলে দেওয়া হয় তাঁদের হাতে। ডাক্তার সৌপায়ন দত্ত, ডাক্তার কৌশিক চক্রবর্তী, ডাক্তার প্রিতিশ্রী গাঙ্গুলী, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সুবোধ চৌধুরীদের হাতে তুলসী গাছ, ফুলের মালা ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেন হিন্দ সংঘের সদস্য তথা চিত্রশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, সংঘের যুব সদস্য শুভম দে, কৌনিশ ভট্টাচার্য, ভায়োলা সাঁই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চেতলার স্বনামধন্য শিক্ষক সৌভিক গাঙ্গুলী। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেন আমরা আজকে ডাক্তারদের ভগবান স্থানে পুজো করলাম। তাঁদের ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারব না।

এই মহামারীতে তাঁরা দাঁতে দাঁত চেপে মানুষের সেবা করে চলেছেন। যুব সদস্যারা বলেন আমরা ডাক্তারদের কোভিড যোদ্ধা হিসেবে কুর্নিশ জানিয়েছি। সকল ডাক্তারই গাছ পেয়ে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ডাক্তার সুবোধ চৌধুরী বলেন, তুলসী গাছ খুবই প্রয়োজনীয় কারণ এই গাছ রাতেও অক্সিজেন প্রদান করে। তাই এই গাছকে আমাদের ভালো করে যত্ন নিতে হবে। শুধু আমাদের নয় সকলের ঘরেই যত্ন সহকারে এই গাছ রাখতে হবে।

রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজ এবং স্বামী বিবেকানন্দ ক্যারাটে আকাদেমির উদ্যোগে ৬৭টি ক্লাবের মালিদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয় ৩০ জুন প্রেস ক্লাব থেকে। সংস্থার কর্মকর্তা সহ প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ছবি : উৎপল রায়

'যাঁদের সঙ্গে নাড়ির টান' : ১ জুলাই চিকিৎসক দিবসে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪০ তম জন্মদিন ও ৬০ তম প্রয়াণ দিবসে কালীঘাট মহাশ্মশানের সম্মুখস্থিত তাঁর মূর্তিতে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও আবাসন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের সাংসদ মালা রায়, কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের সদস্য দেবাশিস কুমার, সন্দীপ বক্সী, অসীম বাসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

প্রথম জীবনে পুরুষ নার্স ছিলেন বিধানচন্দ্র

সিদ্ধার্থ সিংহ : ডাক্তারির ফর্মটা আগে আসায় বিধানচন্দ্র রায় ওরফে ভজন ওটাই পূরণ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফর্মটা এলেও, তিনি আর সেটা খুলেও দেখলেন না।

থাকতেন কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই এম সি এ-তে। প্রবল অভাব, তাই মাস্টারমশাইরা বিধানচন্দ্রকে অবসর সময়ে পয়সাওয়ালা রোগীদের বাড়িতে মেল নার্স হবার সুযোগ করে দিতেন। রোগীর বাড়িতে বারো ঘণ্টা ডিউটি করলেই পারিশ্রমিক মিলত আট টাকা।

যাঁর চিকিৎসাখ্যাতি একদিন কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তিনি কিন্তু কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এমবি পরীক্ষায় পাশই করতে পারেননি। অথচ সেই তিনিই মাত্র ১২০০ টাকা নিয়ে বিলেতে গিয়ে দু'বছরে মেডিসিন ও সার্জারির চূড়ান্ত সম্মান এম আর সি পি এবং এফ আর সি এস প্রায় একই সঙ্গে অর্জন করেছিলেন।

জন্মেছিলেন ১৮৮২ সালের ১ জুলাই। পাটনায়। তখন ইংরেজ আমল। ফলে এ দেশের লোককে তখনকার সাহেবসুবোরা যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের দেশবাসীদের কাছ থেকে বিধানচন্দ্র রায়কে যে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, তা ভাবা যায় না।

রাস্তার তাঁকে ঘিরে ধরে কুৎসিত গালাগালি করা থেকে ধস্তাধস্তি করে তাঁর জামাকাপড় পর্যন্ত ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে।

বিধানচন্দ্র যখন লাখ টাকার প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখন হাওড়া-কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁকে নিয়ে কুসিত ভাষায় ছড়া কাটা হত---

বাংলার কুলনারী হও সাবধান,
বাংলার মসনদে নলিনী বিধান।'

অথচ তাঁর রোগীর তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, কমলা নেহরু, বল্লভভাই পটেল, ইন্দিরা গাঁধী থেকে শুরু করে কে নয়?

সব চিকিৎসকরা যেখানে হাল ছেড়ে দিতেন, সেখানে গিয়ে তিনি মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনতেন রোগীকে। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা হতো--- নিদান কালে বিধান রায়।

তাঁর চিকিৎসার খ্যাতির সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে স্যার নীলরতন সরকারের। যাঁর নামে শিয়ালদার কাছে এন আর এস হাসপাতাল। শোনা যায়, এই নীলরতন সরকারের মেয়ে কল্যাণীর সঙ্গেই প্রেম করতেন বিধানচন্দ্র রায়। কিন্তু কল্যাণীকে পাননি বলে তিনি আর বিয়েই করেননি।

শোনা যায়, দিল্লির এক পার্টিতে এসে গভর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন বিধানচন্দ্রের ব্যাপারে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি জওহরলালকে বলেছিলেন, 'লাট সাহেবের পদে না বসিয়ে এঁকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দিন।'

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পর ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন বিধানচন্দ্র রায়। তার আগের মাসে ডাক্তারি থেকে তিনি আয় করেছিলেন ৪২০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিজেই নিজের মাইনে ঠিক করলেন ১৪০০ টাকা। বয়স তখন ৬৫।

তাঁর সেক্রেটারি সরোজ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, প্রথম দু'বছর তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছেন। জমি বিক্রি করেছেন। শেয়ার বিক্রি করেছেন। এমনকী শৈলশহর শিলংয়ের প্রিয় বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করেছেন।

১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েই তিনি প্রথম সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স চালুর উদ্যোগ নেন। ১৯৫১ সালে সেটি চালুও হয়।

সেদিন সাংবাদিকতার ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন করে বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'সাংবাদিকদের চিন্তার স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে। সেখানে যেন রাজনৈতিক বিবেচনা ও মতাদর্শ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ঘটনা লেখার সময় কোনও সাংবাদিক যদি রাজনৈতিক

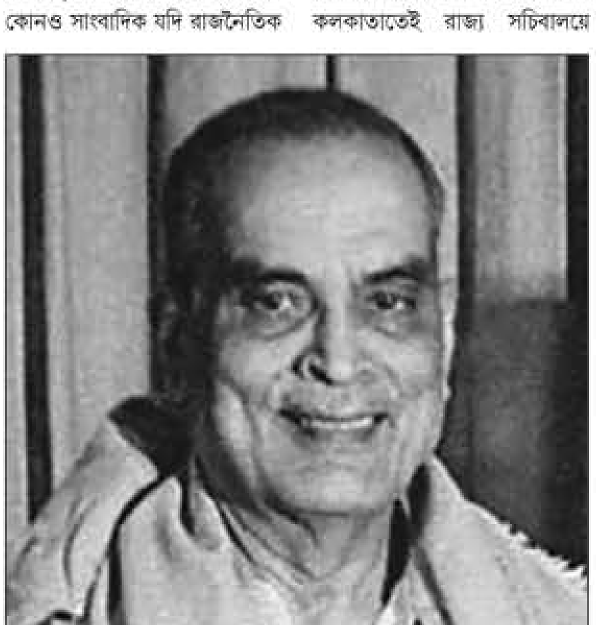

বিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন অথবা গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যান কিংবা কাগজের বিক্রি বাড়ানোর জন্য লেখেন, তা হলে সেই সাংবাদিকের স্বাধীনতা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।'

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সাংবাদিকদের জন্য মহাকরণে তাঁরই ঘরের কাছে ও তাঁর যাতায়াতের পথে প্রেস কর্নার তৈরি করে দেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। তাঁরই উদ্যোগে ভারতের মধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই রাজ্য সচিবালয়ে প্রথম প্রেস কর্নার চালু হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নতুন পাঁচটি শহরের। সেগুলো হল--- দুর্গাপুর, বিধাননগর, কল্যাণী, অশোকনগর-কল্যাণগড় ও হাবড়া।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাড়িতে বিনা পয়সায় নিয়মিত রোগী দেখতেন সকাল সাতটা থেকে এবং তার জন্য দু'জন ডাক্তারকে তিনি নিজের পয়সায় নিয়োগ করেছিলেন। ব্যক্তিগত স্টাফের মাইনে দিতেন নিজের গ্যাঁট থেকে।

ডাক্তার রায়ের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে নানা রকম গুজব রটত। তিনি নাকি প্রচুর মদ খেয়ে মাতলামি করেন এবং নন স্টপ ধূমপান করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনীকার কে পি টমাস স্পষ্ট লিখে গেছেন, তিনি ধূমপান বা মদ্যপান কোনওটাই করতেন না।

তিনি ভোর পাঁচটায় উঠে গীতা ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করতেন। তার পর স্নান সেরে, সাড়ে ৬টায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে, দু'ঘণ্টা ধরে বিনামূল্যে ১৬ জন রোগী দেখে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতেন সবার আগে।

ব্রেকফাস্টে থাকত একটি টোস্ট, একটি ডিম, বেলপানা অথবা পাকা পেঁপে আর এক কাপ কফি। ভাল কফির সমঝদার ছিলেন তিনি। ভাল কফি পেলেই বন্ধুদের খাওয়াতেন।

রাইটার্সে সকাল ন'টা থেকে দশটা অবধি জরুরি ফাইল দেখতেন। তার পর সচিবদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা মিটিং-টিটিং যা থাকত করতেন।

দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা চলত বেলা বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা। তার পর অ্যান্টি চেম্বারে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রাম। পরের দিকে অবশ্য অসুস্থতার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করতেন। সামান্য বিশ্রামের পরে আবার রাইটার্সে চলে আসতেন। এবং থাকতেন রাত প্রায় ৮টা পর্যন্ত।

তাঁর দুটি বিষয়ে ছিল ভীষণ দুর্বলতা--- সারাদিনে বারকতক স্নান করতেন। আর সুযোগ পেলেই, সবাইকে রাত ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়তে বলতেন।

অত্যন্ত সফল মুখ্যমন্ত্রী হলেও তিনি কিন্তু চিকিৎসক হিসেবেও বিপুল খ্যাতিমান ছিলেন। মুখ দেখেই রোগ নির্ণয় করার এমন এক 'অলৌকিক বিদ্যা' তিনি রপ্ত করেছিলেন যে, হতদরিদ্র থেকে রাজা-উজির--- সবার কাছেই তিনি ছিলেন ধন্বন্তরি চিকিৎসক। কেউ কেউ বলতেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি রয়েছে।

৮০ বছর বয়সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ১ জুলাই তাঁর জন্মদিন। সে দিনই তাঁকে দেখতে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা এসেছিলেন। তিনি বিছানায় হেলান দিয়েই পরিচারক কৃত্তিবাসের হাত থেকে এক গ্লাস মুসুম্বির রস খেলেন। বন্ধু সার্জেন ললিতমোহনকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'ললিত আমার গুরুও বটে, ওর কাছ থেকে কত কিছু শিখেছি।'

তার পর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে বললেন, 'আমি দীর্ঘ জীবন বেঁচেছি। জীবনের সব কাজ আমি সমাধা করেছি। আমার আর কিছু করার নেই।' এর পর বললেন, 'আমার পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।'

সেটা শুনেই তাঁর নাকে নল পরানো হল, ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ১১টা ৫৫ মিনিটে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

দুঃসংবাদ পেয়ে দেশবন্ধুর স্ত্রী, তাঁর নামে এখন গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে বাসন্তী দেবী কলেজ, সেই বাসন্তীদেবী বলেছিলেন, বিধান পুণ্যাত্মা, তাই জন্মদিনেই চলে গেল। ভগবান বুদ্ধও তাঁর জন্মদিনে সমাধি লাভ করেছিলেন।

এই বিধানচন্দ্র রায়কেই পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়। মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানে কলকাতার উপনগরী সল্টলেকের নামকরণ করা হয় বিধাননগর।

তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর দিন, মানে ১লা জুলাই দিনটিকে সারা ভারতে 'চিকিৎসক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

দেহাবসানের কয়েক বছর আগে কেওড়াতলা মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির উদ্বোধন করতে এসে বিধানচন্দ্র বলেছিলেন, 'ওহে, আমাকে কিন্তু এই ইলেকট্রিক চুল্লিতেই পোড়াবে, বুঝেছ?'

অবশেষে ১৯৬২ সালের ২ জুলাই তাঁর সেই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। নির্মাণ করা হয় আকাশচুম্বী এক স্মৃতিসৌধ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com